দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

013

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার, ১০ই চৈত্র, ১৩৯৪ ঃ ২৪শে মার্চ, ১৯৮৮

সরল নিয়ে জটিলতা

চলতি এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে এতো তাড়াতাড়ি আবার লিখতে হবে আশংকা করিনি। আমাদের ভাগ্যটাই সম্ভবত এমন দাঁড়িয়ে গেছে, আমরা যা আশা করি তার উল্টোটাই ঘটে। কত সহজ সাধারণ একটি প্রত্যাশা—পরীক্ষা সুন্দর এবং সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হবে এবং তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চতর শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হবে। এ চাওয়ায় কোন অস্বাভাবিকতার লেশ নেই, অথচ এমনটা ঘটাই যেন অকল্পনীয় হয়ে উঠেছে। নকল প্রতিরোধ ঘটিত গোলযোগে আরো একটি জীবনহানি ঘটে গেছে। স্কুল ভবনসহ কিছু প্রতিষ্ঠান আগুনে পুড়েছে। গুলি-টিয়ারগ্যাসে আহতের সংখ্যা শতাধিক।

চলতি এসএসসি পরীক্ষার এটাই একমাত্র দিক নয়। সুষ্ঠু পরীক্ষা পরিস্থিতির বিপরীত অবস্থার উন্মোচন ঘটেছে গণিতের প্রশ্নে। একই গ্রুপের প্রশ্নপত্রে একটি অংক দুভাবে মুদ্রিত হয়ে পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব বোধের এক আশ্চর্য নমুনা হাজির করেছে। সরল অংক বিদঘুটে দেখালেও ফল সাধারণত সহজ সংখ্যাই পাওয়া যায়। ভগ্নাংশ হলেও। বাড়তি ব্র্যাকেটযুক্ত অংকের কসরতের পর পরীক্ষার্থীরা যে ফল পাবে তার জটিলতা হবে মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত। ফলে পরীক্ষার্থী যদি আত্মবিশ্বাস হারায়, পরের প্রতিটি প্রশ্নেও ভুল করতে থাকে অবাক হওয়ার কারণ থাকবে না।

একই সেটের প্রশ্নপত্রে একই সরল অংক কিছুটা ভিন্নভাবে মুদ্রিত। কোনটি ঠিক ? মূল্যায়ন হবে কোনটার ভিত্তিতে ? পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কিছু একটা সাফাই অবশ্যই হাজির করবেন। কিছু একটা ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা অবশ্যই করা হবে। তবে তাই কি যথেষ্ট ? আমাদের ভাবতে অবাক লাগে, বছর কতক আগেও প্রশ্নপত্রের মুদ্রণ যখন ছিল সেই সাবেকী প্রযুক্তি নির্ভর তখনও কোনো দিন এমন ঘটনা ঘটেনি। আর আজ মুদ্রণ পদ্ধতির এই অগ্রগতিরকালে সর্বাধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তি যখন হাতের কাছে মওজুদ, এমনটা সম্ভব হলো কি করে ? বোধগম্যভাবে একটি মাত্র উপায়ে এমনটা ঘটা সম্ভব। আর তা হচ্ছে অমার্জনীয় অমনোযোগ।

এ অবস্থা যদি এই হয়, পরীক্ষা গ্রহণকারীরা সুষ্ঠুভাবে নিজ দায়িত্বটুকু পালনে অনিচ্ছুক কিংবা অক্ষম, শিক্ষার্থী অভিভাবক এবং শিক্ষকদের একটি অংশ টোকাটুকির জন্যে সমর্থক, তেমন অবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণের এ চেষ্টা একটা ভড়ং-এর বেশি মর্যাদার দাবী রাখে কি ? কি প্রয়োজন এ পরীক্ষার ? এই শেষ প্রশ্নটি আমাদের নতুন কোনো উদ্ভাবন নয়, শিক্ষাবিদদের একটি অংশ কয়েক বছর ধরেই পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তমান নিয়ে ভাবছেন। আমরা মনে করি পদ্ধতি যাই হোক, দৃষ্টি ভঙ্গি না পাল্টালে সমস্যা একই থেকে যাবে। মূল প্রশ্ন তাই সংশ্লিষ্ট সকল মহলে দায়িত্বশীলতা ফিরিয়ে আনার। তার একটা পথ অনুসন্ধান আশু করণীয়।